দুর্বা ঘাস : সন্তান ধারণে ব্যর্থ দম্পতিদের সম্ভাবনাময় ওষুধ

আমরা যারা 'বড়' মানুষ তারা খুব সহজে দুর্বা ঘাসকে পায়ে দলে যাই। কিন্তু শিশুরা ঘন দুর্বা দেখলেই লুটোপুটি খাওয়ার প্রেরণা অনুভব করে। এটি কিন্তু সাধারণ ঘটনা নয়। বৈদিক শাস্ত্র মতে, দুর্বা ঘাস পৃথিবীতে প্রাণের সারল্যে প্রতিভূ। এ কারণেই সরল প্রাণ মানুষ কিংবা শিশুমাত্রই দুর্বা ঘাসের সঙ্গে নীল হতে চায়।

দুর্বা ঘাসের জন্ম নিয়ে আখ্যানটিও পুরানে নানা রূপকল্পে ভরা। সমুদ্র মন্থনের সময় বাসুকিকে রশি বানিয়ে নিংড়ানো হচ্ছিল। এই নিংড়ানোর সময় বাসুকির সঙ্গে বিষ্ণুর শরীরও ঘর্ষিত হয়। এতে বিষ্ণুর শরীরে কিছু রোম উঠে আসে। সে রোমগুলোই তীরে ভেসে এসে দুর্বা ঘাস হয়ে জন্মা।

পৌরাণিক জন্ম বৃত্তান্ত যাই হোক, ভেষজ ওষুধ হিসাবে দুর্বা ঘাসের চ্যালেঞ্জ সুদূরপ্রসারী। যেমন টাক পড়ার কথা ধরা যাক। ঠিক কি কারণে মাথায় টাক পড়ে তা এ্যালোপ্যাথি চিকিৎসায় এখনও নির্ণয় করা যায়নি। কিন্তু ভেষজ শাস্ত্র বলছে, দুর্বা ঘাসের রস দিয়ে তৈল পাক করে মাথায় মাখলে চুল ওঠা বন্ধ হয়।

শরীরের কোনও স্থান কেটে রক্ত পড়তে শুরু করলে দুর্বা ঘাস পিষে সে স্থানে লাগাতে হয়। এছাড়া রক্তপিত্তে দুর্বা ঘাস মহৌষধ। এ রোগে মুখ, নাক, ছাড়াও শরীরের বিভিন্ন অংশ দিয়ে রক্তস্রাব হতে পারে। আয়ুর্বেদ মতে, এ ক্ষেত্রে দুর্বার রসের সঙ্গে কাঁচা দুধ মিশিয়ে খাওয়ালে নিশ্চিত উপশম হয়। শ্বেত প্রদরজনিত দুর্বলতায় দুর্বা ও কাঁচা হলুদের রস সমান পরিমাণ মিশিয়ে দুধের সঙ্গে খেলে রোগ সহজে সেরে যায়। তবে শরীরে বাত থাকলে এটি খাওয়া যায়।

ভেষজ শাস্ত্রে দুর্বা ঘাস সন্তান ধারণে ব্যর্থ দম্পতিদের জন্যও সম্ভাবনাময় ওষুধ। গর্ভধারণে অসমর্থ হলে অথবা মৃতবৎসা হলে দুর্বা ও আতপ চাল এক সঙ্গে বেটে বড়া বা ফুলুরি করে সপ্তায় তিন/চার দিন খেতে হয়। ভাত খাওয়ার সময় এ ওষুধটি খেতে হয়।

দুর্বা ঘাস শরীরের রেচনতন্ত্রেও স্বাভাবিকতা আনতে সাহায্য করে। প্রস্রাব হতে কষ্ট হয় পুথুরী হয়নি এ রকম ক্ষেত্রে দুর্বার রস দুধ ও পানি মিশিয়ে খেলে ভালো ফল দেয়। তবে অর্শ রোগ থাকলে এটি খাওয়া যাবে না। এছাড়া দীর্ঘস্থায়ী আমাশয় নিবারণেও দুর্বা ঘাস ব্যবহৃত হয়। এ ক্ষেত্রে দুর্বা ঘাসের রস এবং দুধ মিশিয়ে গুঁড়ো করে সেই গুঁড়ো দিয়ে দাঁত মাজলে পায়োরিয়া সেরে যায়।

দুর্বা ঘাস আমাদের দেশে সহজে জন্মে। দুর্বা ঘাষ চাষ করতে হয় না। তবে দুর্বা ঘাসের যত্ন নিতে হয়। আবহমান বাঙালি জীবনে দুর্বা ঘাসে শুভ জীবনের সূচক। এ কারণে ধান আর দুর্বা জীবনের শুভ সূচনার প্রতীক। দুর্বা ঘাস বন্যা সহিষ্ণু নয়। উঁচু জমিতে দুর্বা ঘাস লাগানো উচিত।

তথ্যসূত্র: ভেষজ উদ্ভিদ ও লোকজ ব্যবহার, লেখক– আবনীভূষণ ঠাকুর

http://www.ajkerkagoj.com/